অযথাই দুঃখ সাজাও

(বিপ্লব পালকে একটি চ্যালেঞ্জ)

ভূমিকা না করে সরাসরি প্রসংগে আসা যাক । আমার লেখা '' বিভক্তির সাতকাহন '' সিরিজ রচনার উপর সাম্প্রতিক কালে বিপ্লব পালের দু'টো চিঠি আমি পড়েছি । কোন লেখার বিষয়ে পাঠকের মতামত জানাবার অধিকার অবশ্যই আছে । সে মতামতের বস্তুনিষ্ঠতা এবং গভীরতা থেকে পাঠকের মূল্যায়নও করা যায় তার জ্ঞান এবং পরিমিতি বোধ সম্পর্কে । এটা লেখক ও পাঠক উভয়ের জন্যই সুখকর । কিন্তু তা হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ , গঠন মূলক এবং যুক্তি-নির্ভর ।

কিন্তু বিপ্লব পালের দু'টো চিঠিতেই তা দূঃখ জনক ভাবে অনুপস্থিত । ভুল বানানে লেখা ইংরেজি চিঠির বিষয়ে আমি আর বলবো না । কারণ ইতিমধ্যেই অন্য দুটো চিঠির প্রেক্ষিতে বিপ্লব পাল সেটা বুঝতে পেরে অন্তত আমার নামটা শুদ্ধ ভাবে লিখেছেন- যদিও পদবি টা ঠিক বানানে লেখার মত সময় করে উঠতে পারেন নি এখনও । আর নামে কি-ই-বা আসে যায় ?

বাংলা ভাষায় রচিত দ্বিতীয় চিঠিটা - যা অন্য একটি ই-ফোরামে প্রকাশিত হয়েছে , সেটার ইচ্ছাকৃত বিকৃতি এবং সম্পূর্ণ অসত্য সমালোচনায় আমার তীব্র আপত্তি আছে । সেখানেই বিপ্লব পালকে আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি । আর নূ ্যনতম মর্যাদাবোধ থাকলে বিপ্লব পাল আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি ।
প্রথমে আমার লেখার লিংক ই-ফোরামে থেকেই দিচ্ছিঃ
http://www.shodalap.com/VS_bibhakir_satkahan_6.pdf

http://www.mukto-mona.com/Articles/bhajan_sarker/bibhaktir_satkahan6.pdf

আর বিপ্লব পালের চিঠিটার লিংক ও এখানে :
http://www.shodalap.com/BP_VS1.pdf

বিপ্লব পালের লেখার প্রথম লাইন , '' ভজন সরকার লিখেছেন পশ্চিমবংগের বাংগালীরা কখনই তামিল , মারাঠী ইত্যাদিদের সাথে মিশতে পারবে না । ''

আমার লেখার কোথাও এ শব্দগুচ্ছ বা এ ভাবধারাটুকুও নেই । যা আছে তা হলো ,'' অভিবাসী বাংগালীরা ধর্ম নির্বিশেষে একই সাধারণ কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে মিলে যেতে পারে । আর বর্তমান বিশ্ব-প্রেক্ষিতে এ ছাড়া গত্যন্তর আছে বলেও মনে হয় না । যতই ইসলামী-উম্মা আর মুসলিম ব্রাদারহুডের বড়াই করি না কেন, বাংগালী মুসলমান কখনই আরব, পাকিস্তানী আর আফ্রিকান মুসলমানের সাথে মিলতে পারে না কিংবা পারবে না । ইতিহাস-ঐতিহ্য , কৃষ্টি-সংস্কৃতি আর রুচিবোধের ভিন্নতাতেই গড়ে উঠবে এক বাঁধার প্রাচীর । যেমনটি সম্ভব নয় বাংগালী হিন্দুর পক্ষেও শুধুমাত্র ধর্মীয় মিলের জন্যই মিলে যাওয়া তামিল-কিংবা গুজরাটি হিন্দুসমাজের সাথে । ''

যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন, বিপ্লব পালের উদ্ধৃতি আর আমার লেখার ভাষা আর ভাব এক নয় অবশ্যই । কেননা, আমি বলেছি অভিবাসী বাংগালী হিন্দু-মুসলমানের কথা,বলেছি শুধু ধর্মীয় মিল নয় সামাজিক সম্মিলনের জন্য চাই আরও উপাদান। এখানে পশ্চিম বংগ, তামিল আর মারাঠি আসলো কোথা থেকে, বলুন । আর যদি আমার লেখার পূর্বাপর পাঠক হন (পাঠক অবশ্যই সমালোচনা যখন লিখেছেন) তবে বুঝেছেন যে - প্রেক্ষাপট বাংলাদেশীদের বিভক্তিরই সাত কাহন - পশ্চিম বংগ নয় ।

আমার চ্যালেঞ্জ - বিপ্লব পাল, আপনি প্রমান করুন আমার লেখার কোন অংশে পেয়েছেন -যেখানে আমি বলেছি বা বলার চেষ্টা করেছি প**শ্চিমবংগের বাংগালীরা কখনই তামিল , মারাঠী ইত্যাদিদের সাথে মিশতে পারবে না ।**
আপনি এটা প্রমান করতে পারলে আমি কথা দিচ্ছি**, আর কখনই ই-ফোরামে লিখব না** (যদিও আগ্রহ এমনিতেই হারিয়ে ফেলছি অযাচিত কোলাহলে)। লিখবো বা লিখতে হবেই -তা অন্য কোথা -অন্য কোনখানে ।

আর আপনার ভুল হলে, ক্ষমা না চান অন্তত ভুলটুকু স্বীকার করুন ।

শেষে , শুনুন আমারই একটা কবিতাঃ

‘‘ অযথা তোমরা প্রতীক প্রতিমায় মূর্তি গড়ো
অযথা তোমরা পাখীদের গাছেদের উপড়ে ফেলো শেঁকড়
মনের গভীরে জ্বেলে রাখো প্রতিকী আগুন
বিষন্ন সকালে খোঁজ কবিতার গোধূলী ।

অযথাই মোহন কথা মালায় দুঃখ সাজাও
বাকল খোলা গাছে লাগাও উত্তরীয়
মাথার ভেতর কঠিন পাথরকে নূড়ি করো
অপমান কাঁধে নিয়ে কবিতার পেছনে ছোটো ।

শব্দ যখন শব্দকে বোঝে না কিছুতেই
মানুষ যখন খুলে ফেলে গায়ের আস্তর
নদী যখন তীর ভেঙ্গে গভীরে তাকায়
তখন ও কবিতার ক্যানভাসে বেহুলার জল । ’’ (কাব্যগ্রন্থ :ক্যানভাসে বেহুলার জল, ২০০০)

ভজন সরকার

।।এপ্রিল ২৯,২০০৬ ।।